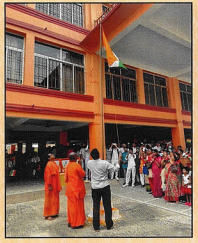

RAMAKRISHNA MISSION VIVEKANANDA VIDYAMANDIR

P.O. & DT. : MALDA, PIN : 732 101

Phone : 03512-252850

website : www.rkmvvmmalda.org • e-mail : rkmvvmmalda@gmail.com

RAMAKRISHNA MISSION VIVEKANANDA VIDYAMANDIR

MALDA

PROSPECTUS

শিক্ষা হচ্ছে, মানুষের ভিতর যে পূর্ণতা প্রথম
থেকেই বিদ্যমান, তারই প্রকাশ
— স্বামী বিবেকানন্দ

রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দির ঃ মালদহ

রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত এই বিদ্যামন্দির স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষাদর্শ অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের বৌদ্ধিক বিকাশসহ সার্বিক বিকাশ সাধন ও চরিত্র গঠনে ব্রতী। ১৯৪৪ সাল থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত এই বিদ্যামন্দির এতদঞ্চলে শিক্ষা প্রসারে নিয়োজিত রয়েছে। শিশু-কিশোর মনে আচার-আচরণ নিয়ম-শৃঙ্খলার প্রভাব অপরিসীম। তাই এখানে পড়াশুনার সাথে সাথে ছাত্রদের নিয়ম-শৃঙ্খলার প্রতি নজর দেওয়া হয়।

◆ উদ্দেশ্য ঃ—

আমাদের উদ্দেশ্য পড়াশুনায় দক্ষতার সাথে সাথে ছাত্ররা যাতে পরবর্তীকালে ভালো মানুষ হতে পারে এবং সমাজের উন্নতিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারে।

◆ অবশ্য পালনীয় কিছু আচরণবিধি ঃ—

১) 'শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানম্' — 'শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তিই জ্ঞানলাভ করেন' - এই কথাটি মনে রেখে সকল শিক্ষার্থীর সর্বত্র শোভন ও সুরুচিসম্মত আচরণ বাঞ্ছনীয়।

২) 'ছাত্রাণামধ্যয়নং তপঃ' - অধ্যয়নই ছাত্রদের তপস্যা, অধ্যয়নের সাথে সাথে সবল দেহ, সুস্থ মন ও উন্নত চরিত্র গঠনও প্রত্যেক ছাত্রের সাধনা, তপস্যা ও অবশ্য কর্তব্য।

৩) স্কুলে সকাল ১০.৪৫ টায় প্রার্থনা শুরু হয়। তারপর পঠন-পাঠন শুরু হয়। স্কুলে প্রার্থনার পূর্বেই উপস্থিত হতে হবে। প্রার্থনার পর কোনো ভাবেই স্কুলে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না।

৪) প্রতিদিন বিদ্যামন্দিরে 'স্কুল রেকর্ড বুক' সঙ্গে করে আনা বাধ্যতামূলক। ছাত্রদের বিভিন্ন কার্যাবলী শিক্ষক মহাশয়েরা রেকর্ড বুক-এ লিখে অভিভাবকদের জানান।

৫) বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বা শ্রেণীকক্ষে শৃঙ্খলাভঙ্গ করা, শিক্ষকদের নির্দেশ অমান্য করা বা তাঁদের অসম্মান করা অমার্জনীয় অপরাধ। বিদ্যামন্দিরের ভাবধারা বিরোধী কিংবা অসদাচরণ অথবা নিয়মশৃঙ্খলা ভঙ্গের জন্য যে কোনো শিক্ষার্থীকে বিদ্যামন্দির থেকে বহিষ্কার করা হতে পারে। সে বিষয়ে শিক্ষার্থীকে সতর্ক থেকে সর্বদা আন্তরিক ভাবে সুন্দর শোভন আচরণ করা প্রয়োজন।

৬) বিদ্যামন্দিরের গাছপালা ও ফুলের প্রতি যত্নবান হওয়া এবং বিদ্যামন্দিরের অভ্যন্তরীণ পরিবেশ যাতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা প্রত্যেক শিক্ষার্থীর নৈতিক কর্তব্য।

৭) বিনা প্রয়োজনে শ্রেণীকক্ষের বাইরে যাওয়া, অশোভন আচরণ করা, দৌড়-ঝাঁপ-চিৎকার-চেঁচামেচি করে বিদ্যামন্দিরের শান্ত সুন্দর পড়াশোনার পরিবেশ নষ্ট করা এবং বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া ছুটির ঘন্টার পূর্বে শ্রেণীকক্ষ পরিত্যাগ করা নিষিদ্ধ। তবে বিশেষ প্রয়োজনে ছুটির ঘন্টার পূর্বে শ্রেণীকক্ষ ত্যাগ করতে হলে শিক্ষক মহাশয়ের অনুমতি নেওয়া দরকার।

৮) কুইজ, বিতর্ক, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা, চিত্রাঙ্কন প্রভৃতি প্রতিযোগিতা এবং যে কোনো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ প্রত্যেক শিক্ষার্থীর পক্ষে আবশ্যিক।

৯) বিদ্যামন্দিরে অনুষ্ঠিত সমস্ত অনুষ্ঠানে (যথা বিদ্যামন্দির প্রতিষ্ঠা দিবস, স্বামীজীর জন্মদিবস, নেতাজীর জন্মদিবস, প্রজাতন্ত্র দিবস, রবীন্দ্রজয়ন্তী, স্বাধীনতা দিবস প্রভৃতি) ছাত্রদের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক। কোনো অজুহাতেই এই অনুষ্ঠানগুলিতে অনুপস্থিত থাকা যাবে না।

১০) রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত বন্যা বা খরাত্রাণজনিত যে কোনো সেবাকার্যে প্রয়োজনবোধে অংশগ্রহণ শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে আবশ্যিক।

১১) বিদ্যামন্দিরের ভিতরে বা বাইরে বিদ্যামন্দির বা প্রতিষ্ঠানের সুনাম যাতে অক্ষুন্ন থাকে সে বিষয়ে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর সচেষ্ট ও সতর্ক হওয়া প্রয়োজন।

১২) বাৎসরিক পরীক্ষায়, খেলাধূলায়, বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদিতে বা যে কোনো প্রতিযোগিতায় কৃতিত্বের জন্য প্রতি বৎসর পুরস্কার প্রদান করা হয়। নৈতিক চরিত্র, সদাচার ও বিশেষ কৃতিত্বের জন্যও শিক্ষার্থীদের পুরস্কৃত করা হয়।

১৩) খারাপ কথা - গালি দেওয়া, অপরের দ্রব্য চুরি করা ইত্যাদি কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ। এগুলিতে লিপ্ত থাকলে সেই ছাত্রকে স্কুলে পঠন-পাঠন থেকে বহিষ্কার করা হয়।

১৪) স্কুলে কোনো মূল্যবান জিনিস আনা নিষিদ্ধ। মোবাইল, ঘড়ি, আংটি ইত্যাদি জিনিস স্কুলে আনা নিষিদ্ধ।

১৫) স্কুলের জন্য নির্দিষ্ট পোশাক, ব্যাজ ও পরিচয় পত্র পরিধান করেই ছাত্রকে স্কুলে প্রবেশ করতে হবে। অন্যথায় ক্লাশে প্রবেশ নিষিদ্ধ।

১৬) নিয়মিত নখ ও চুল ছোট করে কাটা একান্ত আবশ্যিক।

◆ বিদ্যামন্দিরের পোশাক-পরিচ্ছদের বিবরণ ও নিয়মাবলী ঃ—

বিদ্যামন্দিরের শিক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট পোশাক পরিধান করে বিদ্যামন্দিরে উপস্থিত হওয়া বাধ্যতামূলক। অন্যথায় বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে প্রবেশ নিষিদ্ধ। পঞ্চম থেকে সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের জন্য নেভি-ব্লু হাফপ্যান্ট ও সাদা শার্ট এবং অষ্টম, নবম ও দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য নেভি-ব্লু ফুলপ্যান্ট ও সাদা শার্ট এবং সাদা কেডস্ ও নেভি-ব্লু হাফ মোজা বিদ্যালয়-পোশাক হিসাবে নির্দিষ্ট। বিদ্যামন্দিরের 'পরিচয় পত্র' পরিধান পোশাকের অপরিহার্য অঙ্গ। শীতকালে সাদা ফুলশার্ট ও নেভি- ব্লু পশমী সোয়েটার বিদ্যালয় পোশাক হিসাবে অনুমোদিত। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোশাক ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়। বিদ্যার্থীদের সুবিধার্থে বেশি শীতের সময়ে (ডিসেম্বর ১ থেকে ফেব্রুয়ারী ২৫ পর্যন্ত) সবাই নেভি-ব্লু ফুলপ্যান্ট ও সাদা ফুল শার্ট পরে আসতে পারবে। স্কুল ড্রেস, কেডস্, মোজা ইত্যাদি অন্তত দুটি করে সেট রাখা বাঞ্ছনীয়। এগুলি নিয়মিত পরিষ্কার রাখা একান্ত বাঞ্ছনীয়।

◆ বিদ্যামন্দিরে উপস্থিতি ও অনুপস্থিতি সংক্রান্ত নিয়মাবলী ঃ—

প্রত্যেক শিক্ষার্থীর বিদ্যামন্দিরে প্রতিদিন উপস্থিতি আবশ্যিক। বিশেষ প্রয়োজনে অনুপস্থিত হলে 'স্কুল রেকর্ড বুকে' অনুপস্থিতির যুক্তিগ্রাহ্য কারণ লিখে অভিভাবকের স্বাক্ষরসহ তা শ্রেণী শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষক মহারাজকে দেখানো বাধ্যতামূলক এবং তা অনুপস্থিতির ঠিক পরদিনই দেখাতে হবে। একাদিক্রমে ৩ দিন অসুস্থতাজনিত অনুপস্থিতির জন্য চিকিৎসকের অভিজ্ঞানপত্রসহ আবেদনপত্র শ্রেণী শিক্ষকের মাধ্যমে প্রধান শিক্ষক মহারাজের কাছে জমা দেওয়া প্রয়োজন। দীর্ঘদিন অনুপস্থিতির প্রয়োজনে অনুপস্থিতির পূর্বেই প্রধান শিক্ষক মহারাজকে দিয়ে আবেদন মঞ্জুর করিয়ে নেওয়া বাঞ্ছনীয়। বিলম্বে উপস্থিতির জন্য 'স্কুল রেকর্ড বুক' -এর মাধ্যমে কৈফিয়ৎ দিতে হয়।

- **পাঠ্যক্রম ঃ—**
  আমাদের পাঠ্যক্রম পঃ বঃ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের পাঠ্যক্রম অনুযায়ী। মিডিয়াম - বাংলা
- **কম্পিউটার শিক্ষা ঃ—**
  ছাত্রদের কম্পিউটার শিক্ষা দেওয়া এবং তাদের বিজ্ঞানমনস্ক করে গড়ে তোলার জন্য বিদ্যামন্দিরে কম্পিউটার শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আছে। পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীতে কম্পিউটার শিক্ষা আবশ্যিক।
- **সঙ্গীত শিক্ষা ঃ—**
  পঞ্চম ও ষষ্ঠশ্রেণীতে সঙ্গীত শিক্ষা বাধ্যতামূলক।
- **সরস্বতী পূজা ও শিক্ষামূলক প্রদর্শনী ঃ—**
  প্রতি বছর আমাদের সরস্বতী পূজা ও তার সাথে ছেলেদের নিজে হাতে তৈরী বিভিন্ন মডেল নিয়ে প্রদর্শনী হয়ে থাকে। এর সাথে ছেলেদের হাতে আঁকা চিত্র প্রদর্শনীও হয়ে থাকে।
- **শিক্ষামূলক ভ্রমণ ঃ—**
  সাধারণত প্রায় প্রতি বছর উপরের ক্লাসের ছেলেদের নিয়ে বিশেষ বিশেষ জায়গায় শিক্ষামূলক ভ্রমণ হয়ে থাকে।

- **বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ঃ—**
  প্রতি বছর সাধারণত সরস্বতী পূজার দুদিন পরেই এই অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। সারাবছর ছাত্রদের বিভিন্ন বিষয়ে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের জন্য এই সময়ে তাদের পুরস্কৃত করা হয়। এই অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ হিসাবে ছেলেরা একটি নাটক মঞ্চস্থ করে থাকে।

পরীক্ষা সংক্রান্ত নিয়মাবলী ঃ—

- **পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ঃ—**
  প্রতি শিক্ষাবর্ষে তিনটি পরীক্ষা নেওয়া হয় 1st Terminal, 2nd Terminal & Annual। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর এই তিনটি পরীক্ষা দেওয়া আবশ্যিক। এই তিনটি পরীক্ষায় প্রাপ্ত মোট নম্বরের ভিত্তিতেই বাৎসরিক পরীক্ষার ফলাফল নির্ধারণ করা হয়। শারীরিক অসুস্থতার জন্য বা বিশেষ কোনো কারণে কোনো পরীক্ষায় বসতে না পারলে পূর্বেই বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে জানাতে হয়। এইক্ষেত্রে অন্যান্য পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর অথবা বিশেষ পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতেই ফলাফল নির্ধারিত হয়।
- ভারতীয় সংস্কৃতি ও নৈতিক শিক্ষাকে একটি অবশ্যপাঠ্য বিষয়রূপে গণ্য করা হয়। এই বিষয়েও ৩০% নম্বর পাওয়া আবশ্যিক।
- বিদ্যালয়ে শতকরা ৮০ দিন উপস্থিত হতে না পারলে ছাত্রকে পরীক্ষায় বসতে দেওয়া হয় না।
- বিদ্যালয়ে শতকরা ১০০ দিন উপস্থিতির জন্য সেই ছাত্রকে বিশেষ ভাবে পুরস্কৃত করা হয়।
- সকল শ্রেণীর ছাত্রদের প্রতি বিষয়ে ন্যূনতম ৩০% নম্বর পেতেই হবে। অনুত্তীর্ণ হলে সেই ছাত্রকে বিদ্যালয়ে রাখা হয় না।
- পরীক্ষায় যে কোনো অসদ্ উপায় অবলম্বন করলে সেই ছাত্রের সমস্ত পরীক্ষা বাতিল করা হয়। প্রয়োজনে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়ে থাকে।
- 1st term ও 2nd term পরীক্ষার উত্তরপত্র ছাত্র ও অভিভাবক উভয়কেই দেখানো হয়। 3rd term (Annual) পরীক্ষার খাতা শুধুমাত্র ছাত্রকেই দেখানো হয়ে থাকে।

একনজরে বিগত পাঁচ বছরে মাধ্যমিকের ফলাফলঃ

সাল	পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	ষ্টার পেয়েছে	সর্বোচ্চ নম্বর	রাজ্যে স্থান
২০২২	১০২	৯২	৬৯০ (৯৮.৬%)	চতুর্থ, নবম, দশম
২০২১	১১০	৭৫	৬৮০ (৯৭.১৪%)	—
২০২০	১০৯	৯৮	৬৮৩ (৯৭.৫৭%)	দশম (৩জন ছাত্র)
২০১৯	১০৪	৮৪	৬৭৯ (৯৭%)	—
২০১৮	১০৭	৮২	৬৮১(৯৭.২৯%)	নবম (২জন) ও দশম